আল্লাহ

তাআলার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ঘটনাবলী

13-July-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তার দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছানো হয় এবং আমি তার জন্য রহমতের দোয়া করি আর এছাড়াও সেই ব্যক্তির জন্য দশটি (১০) নেকী লিখা হয়ে থাকে।" **(আল মু'জামুল আওসাত, ১/৪৪৬, হাদীস নং-১৬৪২)**

বাঁচে বেকার বাতোঁ সে পড়ে এ্যয় কাশ! কসরত সে
তেরে মাহবুব পর হার দম দুরূদে পাক হাম মওলা! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরবানীর ঈদে প্রাণ কোরবান করে দিলেন!

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইশ্‌কে **রাসূলে** পরিপূর্ণ কিতাব **"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা"** এর ৯৩ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আমি একটি কাফেলার সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফে হজ্বের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে এক যুবক হাজীকে দেখলাম, যে পাথেয় (সফরের জিনিসপত্র) ছাড়াই পায়ে হেটে যাচ্ছিলো। আমি তাঁকে সালাম করলাম, সে সালামের জবাব দিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে যুবক! কোথা হতে আসছো?" সে উত্তর দিলো: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) নিকট থেকে।" জিজ্ঞাসা করলাম: "কোথায় যাচ্ছো?" বললো: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) নিকট।" জিজ্ঞাসা করলাম: "পাথেয় (অর্থাৎ সফরের জিনিসপত্র) কোথায়?" বললো: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) দয়াময় দায়িত্বে।" আমি বললাম: "এই দীর্ঘ পথ বিনা আহারে অতিক্রম করা যাবে না, তোমার নিকট কি কিছু আছে?" বললো: "জি হ্যাঁ, আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাচঁটি অক্ষর পাথেয় হিসেবে নিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: "সেই পাঁচটি অক্ষর কি?"

www.dawateislami.net

সে বললো: **“আল্লাহ্ তাআলার** এই বাণী: **كٓهٰيٰعٓصٓ**।” জিজ্ঞাসা করলাম: “এই অক্ষরগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য?” বললো: كاف দ্বারা “كَافِي” অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী, ها দ্বারা “هَادِى” অর্থাৎ হেদায়তকারী, يا দ্বারা আশ্রয়দাতা, عين দ্বারা “عَالِم” অর্থাৎ জ্ঞানী, صاد দ্বারা “صَادِق” সত্যবাদী, অতএব যার সঙ্গী একাধারে অমুখাপেক্ষী, হেদায়তকারী, আশ্রয়দাতা, জ্ঞানী ও সত্যবাদী হয়, সে কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা চিন্তাগ্রস্থ হতে পারে এবং তার কি দরকার যে, পাথেয় এবং পানি নিয়ে ঘুরবে!” হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সেই হাজীর কথা শুনে আমি তাকে নিজের পোষাক পেশ করলাম। সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললো: **“হে জনাব! দুনিয়ার পোষাকের চেয়ে উলঙ্গ থাকাই উত্তম। কেননা, দুনিয়ার হালাল জিনিসের হিসাব এবং হারাম জিনিসের জন্য আযাব রয়েছে।”** যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো তখন সেই হাজী আকাশের দিকে মুখ উঠালো এবং এভাবে ‘মুনাজাত’ করতে লাগলো: **“হে মহান সত্তা! যিনি বান্দার আনুগত্যে খুশি হয়ে থাকেন এবং বান্দার গুনাহে যার কোন ক্ষতি হয় না, আমাকে সেই বস্তুটি অর্থাৎ ইবাদত দান করো, যার মাধ্যমে তুমি খুশি হও আর সেই বস্তু অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমা করে দাও, যা দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি নাই।”** যখন লোকেরা ইহরাম বেঁধে ‘لَبَّيْك’ বললো, তখন সে নিশ্চুপ ছিলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “তুমি لَبَّيْك বলছো না কেন?” সে বললো: “আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি বলব: لَبَّيْك আর **তিনি** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) যদি ইরশাদ করেন: “لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَلَا اَسْمَعُ كَلَامَكَ وَلَا اَنْظُرُ اِلَيْكَ” অর্থাৎ তোমার لَبَّيْك কবুল হলো না এবং না তোমার سَعْدَيْك এবং না আমি তোমার কথা শুনব আর না আমি তোমার দিকে তাকাবো।” অতঃপর তিনি চলে গেলেন, আমি পরবর্তীতে সেই হাজীকে পথে কোথাও দেখিনি, অবশেষে মিনা শরীফে তাঁকে দেখলাম, তখন সে কিছু আরবি কবিতা পাঠ করছিলো।

কবিতা পাঠ করার পর সে কেঁদে কেঁদে আরয করলো: **“হে আল্লাহ্! লোকেরা কোরবানি করেছে এবং তোমার নৈকট্য অর্জন করেছে আর আমার নিকট তো কিছুই নেই যার মাধ্যমে তোমার নৈকট্য অর্জন করবো, শুধুমাত্র নিজের প্রাণ ছাড়া, তাই এটিই তোমার দরবারে পেশ করলাম, তুমি তা কবুল করে নাও।”**

www.dawateislami.net

এ কথা বলেই সেই হাজী একটি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং তাঁর প্রাণ দেহ পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "তখনই অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো: **"এ হলো আল্লাহ্ তাআলার সত্যিকার প্রিয় বান্দা, যে ইশ্‌কে ইলাহীর (আল্লাহ্ তাআলার মুহাব্বতের) তলোয়ার দ্বারা খুন হয়েছে।"** অতঃপর আমি সেই সৌভাগ্যবান হাজীর কাফন ও দাফন করলাম।" (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ৩৯ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃত রওযুর রিয়াহীন, ৯৯ পৃষ্ঠা)

মুহাব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী! না পাও মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহোঁ মাস্ত বেখুদ মে তেরী ভিলা মে, পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!
মে বেকার বাতোঁ সে বাঁচ কে হামেশা, করোঁ তেরী হামদ ও সানা ইয়া ইলাহী!
মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!
তু আপনি বিলায়ত কি খায়রাত দেয় দেয়, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, যখন বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় মগ্ন হয়ে যায় তখন অপরের কাছ থেকে নির্ভিক হয়ে যায়, চিন্তা করুন! এই যুবক হাজীর **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র পবিত্র সত্তার প্রতি তার কিরূপ দৃঢ় ভরসা ছিলো যে, পাথেয় (অর্থাৎ সফরের সরঞ্জাম) পর্যন্ত সাথে নিলো না এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রেমে অপরের প্রতি অনাগ্রহের এরূপ অবস্থা ছিলো যে, যখন হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে নিজের জামা দিতে চাইলেও গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দিলো। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা যখন কারো নসীব হয়ে যায় তখন তাঁর দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে বেপরোয়া করে দেয়। **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় বান্দারা তাঁকে কিরূপ ভালবাসে? এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন! হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সেই লোকেরা, যারা দুনিয়ায় নকল মাবুদের ইবাদত করেছে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তাদেরকে ইরশাদ করবেন: নিজের নকল মাবুদ সহ জাহান্নামে প্রবেশ করো! তখন তারা জাহান্নামে যেতে চাইবে না। কেননা, তারা জানে যে, জাহান্নামের আযাব চিরস্থায়ী।

www.dawateislami.net

অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** সেই কাফেরদের সামনে মু'মিনদের ইরশাদ করবে: যদি তোমরা আমাকে ভালবাসো তবে জাহান্নামে চলে যাও! এতটুকু শুনেই ঈমানদাররা জাহান্নামে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এমন সময় **আল্লাহ্**র আরশে নিচ থেকে কোন আহবানকারী এই আয়াতে করীমা পাঠ করবে:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ

(পারা ২, সূরা বাকরা, আয়াত ১৬৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ্**কে ভালবাসে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় আপন **রব (আল্লাহ্) তাআলা**ই হয়ে থাকেন। বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসীরে **"সীরাতুল জিনান"** এর **১ম** খন্ডের **২৬৪** পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলা**র মকবুল বান্দারা সকল সৃষ্টির চেয়ে বেশি **আল্লাহ্ তাআলা**কেই ভালবাসে। **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় বেঁচে থাকা, **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় মৃত্যুবরণ করাই তাদের জীবণের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। নিজের সকল আনন্দে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া, নরম এবং পুরু বিছানা ছেড়ে মুনিবের দরবারে মাথা নত করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র স্বরণে কান্না করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকা, শীতের দীর্ঘ রাতে কিয়াম (অর্থাৎ নামায) এবং গরমের দীর্ঘতম দিনে রোযা, **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য ভালবাসা পোষণ করা, **তাঁর**ই জন্যে শত্রুতা পোষণ করা, **তাঁর**ই জন্যে কাউকে কিছু দেয়া এবং **তাঁর**ই জন্যে কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকা, নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ, সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্**র প্রতি ভরসা, নিজের সকল অবস্থাদি **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি সর্মপন করে দেয়া, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদত্ত বিধানাবলীর প্রতি আমল করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা, অন্তরকে অহেতুক ভালাবাসা থেকে পবিত্র রাখা, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়দের প্রতি ভালবাসা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র শত্রুদেরকে ঘৃণা করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়দের অনুগত থাকা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সবচেয়ে **প্রিয় রাসূল ও প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, **আল্লাহ্ তাআলা**র বাণীর তিলাওয়াত করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে নিজের মনের নিকটবর্তী রাখা, তাঁদেরকে ভালবাসা, **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের সঙ্গ

www.dawateislami.net

অবলম্বন করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সম্মান মনে করে তাঁদের সম্মান করা, এই সকল কাজ এবং এছাড়াও আরো অসংখ্য কাজ এমন রয়েছে, যা **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভালবাসার দলিলও বহন করে এবং তা চাহিদাও রাখে। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

কলব মে ইয়াদ তেরী বসী হো, যিকরে লব পে তেরা হার গড়ী হো।
মস্তি ও বেখুদী অউর ফানা কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসার চাহিদা কি, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভালবাসার দাবি করে তবে তার রাতদিন কিরূপ অতিবাহিত হওয়া উচিৎ, তার মস্তক **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নত থাকা উচিৎ, তার চোখ খোদার স্মরনে সিক্ত থাকা উচিৎ, তার অন্তর **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য উদগ্রীব থাকা উচিৎ, দিন রোযায় অতিবাহিত করলো তো রাত ইবাদতে কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসা পোষণকারীদের অবস্থা কিরূপ হয়, আসুন শ্রবণ করি:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"হিকায়তেঁ অউর নসিহতেঁ"** এর ২১১নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা যুন নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: একবার আমি একটি পাহাড়ে ঘুরাফেরা করছিলাম। যখন আমি এমন এক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম, যেখানে অনেক গাছপালা, তৃণলতা এবং ফল-ফলাদি ছিল, তখন আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র কুদরত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, হঠাৎ আমি এক আওয়াজ শুনতে পেলাম, সাথে সাথে আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করল। আমার অন্তরের প্রেমানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আওয়াজকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি পাহাড়টির নিচের অংশে একটি গুহার নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম। আওয়াজটি আসছিল গুহার ভেতর থেকে। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম এক ইবাদত পরায়ন মানুষ। তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল। কবুলিয়াতের সকল চিহ্নই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। আমি তাঁকে এটা বলতে শুনলাম; তিনি খুবই পবিত্র, যিনি **তাঁর** দরবারে মুনাজাত করার মাধ্যমে আশেকগণের হৃদয়কে জীবিত করেছেন। তাঁদেরকে **তিনি** জীবিকা উপার্জনের

www.dawateislami.net

কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। এখন তাঁরা কেবল **তাঁরই** প্রতি ভরসা করে থাকেন। **তিনিও** তাঁদেকে ভালবাসার জন্য নির্বাচন করে নিয়েছেন। আর তাঁরাও কেবল **তাঁরই** ভালবাসায় মগ্ন। তিনি যখন আমার আগমন বুঝতে পারলেন, আমি তাঁকে সালাম জানালাম: السلام عليكم হে দুঃখী মানুষের সাথী, অসহায়দেরকে বন্ধু! তিনি উত্তর দিলেন: وعليكم السلام, কে আপনাকে সেই মানুষটির পথ দেখাল, যাকে **আল্লাহ্**র ভীতি মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে? আর যে নিজের নফসের হিসাব-নিকাশ করার কারণে সুস্পষ্ট কথাবার্তাও জানে না? তখন আমি বললাম: গবেষণার টান এবং গোপন আউলিয়াগণের ব্যাপারে জানার অদম্য আগ্রহণ আমাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন: হে যুবক! নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যাঁদের অন্তরে তাঁদের প্রকৃত **মালিক** ও **প্রতিপালকে**র প্রতি অগাধ ভালবাসা বিরাজ করে। তাঁর সাথে অটুট ভালবাসার কারণেই তাঁদের রূহ্গুলো জগতের সর্বত্রই আনাগোনা করে আর তাঁরা **আল্লাহ্**র রক্ষিত ভাণ্ডারগুলো দেখেন। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদেরকে আপন দীদার দান করেন। তাঁরা **তাঁকে** এমনভাবেই দেখেন যে, তাঁদের অন্তর **তাঁর** ভালবাসায় আবাদ হয়ে যায় এবং তাঁদের রূহ্গুলো **তাঁর** সাথে সাক্ষাতের জন্য কেবল উড়তে থাকে। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশা। তারপর মানুষটি কান্না করতে আরম্ভ করলেন। আর দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** সেসব আউলিয়াদের ন্যায় আমল করার তৌফিক তুমি আমাকেও দান করো আর আমাকে তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নাও। তারপর তিনি জোরে এক চিৎকার দিলেন, চিৎকারের সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গেলেন অতএব তাঁর রূহ তাঁর দেহ পিঞ্জর থেকে উড়াল দিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! এগুলোই হলো **আল্লাহ্**র ভয়ে ভীত বান্দাদের গুণ এবং আরেফ বান্দাদের নিদর্শন।

রাহে যিকর আটোঁ পহর মেরে লব পর, তেরা ইয়া ইলাহী! তেরা ইয়া ইলাহী!
মেরে জীন্দেগী বস তেরে বন্দেগী মে হী, এ্যয় কাশ গুযরে সদা ইয়া ইলাহী!
না হোঁ আশক বরবাদ দুনিয়া কে গম মে, মুহাম্মদ কে গম মে রুলা ইয়া ইলাহী!
মুঝে আউলিয়া কি মুহাব্বাতে আতা কর, তু দিওয়ানা কর গাউছ কা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আমাদেরকেও নিজের মাঝে **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** একবার তাঁর নবী হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে দাউদ (عَلَیْہِ السَّلَام)! যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও তবে দুনিয়ার ভালবাসা তোমার অন্তর থেকে বের করে দাও। কেননা, আমার এবং দুনিয়ার ভালবাসা একই অন্তরে একত্রে থাকতে পারে না, হে দাউদ (عَلَیْہِ السَّلَام)! যে আমাকে ভালবাসে সে রাতে আমার ভালবাসায় তাহাজ্জুদ আদায় করে যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, সে একাকিত্বে আমাকে স্মরণ করে, যখন উদাসীন লোকেরা আমার আলোচনা থেকে উদাসিনতায় পড়ে থাকে, সে আমার নেয়ামত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আর ভূলে যাওয়া ব্যক্তিরা আমার থেকে উদাসীনতা অবলম্বন করে। **(হিলউয়াতুল আউলিয়া, আব্দুল আযীয বিন আবি রাওয়াদ, নম্বর-১১৯০৬, ৮ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা। আলা কওলিহিল আহলাকম বাহরুদ দুমু, ২১ পৃষ্ঠা)**

“আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বা’তেঁ” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার প্রদিপ নিজের অন্তরে প্রজ্বলিত করতে এবং **আল্লাহ্** ওয়ালাদের **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসার অদ্ভুদ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবটি **“আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বা’তেঁ”** খুবই উপকারী, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত কিতাবটির পাঁচটি খন্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে, এই কিতাবরে অনেক আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, কারামত, তাঁদের বাণীসমূহ, শরীয়াতের বিধানাবলীর অনুসরন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসার অসাধারণ পদ্ধতি ও ঘটনাবলীকে খুবই ব্যাপক এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ যে, এই কিতাবটি শুধু নিজে অধ্যয়ন করবেন না বরং অপর ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন, **দা’ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন এবার **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসা পোষনকারী নেক বান্দাদের আরো কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

ভেড়ার চামড়া

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুললিল আলামিন, খাতামুল মুরসালিন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে এই অবস্থায় আসতে দেখলেন যে, তিনি ভেড়ার চামড়া কোমরে জড়িয়ে রেখেছেন, তখন ইরশাদ করলেন: এই ব্যক্তির দিকে তাকাও, যার অন্তরকে **আল্লাহ্ তাআলা** আলোকিত করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি তাকে তার পিতামাতার কাছে দেখেছিলাম যে, তারা তাকে ভলো খাবার খাওয়াতেন এবং উন্নত পানীয় পান করাতেন, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় তার এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে, যা তোমরা দেখছো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুসআব বিন ওমাইর, ১/১৫৩, হাদীস নং-৩৪৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ভালবাসা পোষণকারী, মাহবুবের সাথেই থাকবে

বর্ণিত আছে; এক গ্রাম্য ব্যক্তি রিসালতের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে? **রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে দো'আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এর জন্য কিরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? আরয করলো: আমি এর জন্য অনেক বেশি (নফল) নামায এবং (নফল) রোযা জমা করিনি, তবে আমি **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ মানুষ তার সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৭২, হাদীস নং-২৩৯২)** (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে যতটুকু এই বিষয়ে খুশি হতে দেখেছি, ততটুকু আর কোন বিষয়ে দেখিনি।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক আন নদর, ৪/৩৯৮, হাদীস নং-১৩০৬৬)

www.dawateislami.net

তুমিই নৈকট্যশীল

বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তিনজন লোকের পাশ দিয়ে গমন হলো, যাদের শরীর দূর্বল এবং রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি عَلَیْہِ السَّلَام বললেন: তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি? তার আরয করলো: দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি عَلَیْہِ السَّلَام বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র বদান্যতার দায়িত্ব রয়েছে যে, ভীত সন্ত্রস্থদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা। অতঃপর তিনি عَلَیْہِ السَّلَام এর গমন আরো তিনজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে হলো, যারা তাদের চেয়েও বেশি দূর্বল এবং শরীরের রং তাদের চেয়েও বেশি পরিবর্তিত ছিলো। জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের এই অবস্থা হওয়ার কারণ কি? তারা উত্তরে বললো: জান্নাতের আশায়। বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে যে, তোমাদেরকে তা প্রদান করার, যা তোমরা আশা করছো। অতঃপর তিনি عَلَیْہِ السَّلَام আরো তিনজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন, যারা পূর্ববর্তীদের চেয়েও বেশি দূর্বল এবং পরিবর্তিত রঙের ছিলো আর তাদের চেহারায় যেন নূরের আয়না ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام তাদেরকে বললেন: তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি? তারা উত্তরে বললো: আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসি। তিনি عَلَیْہِ السَّلَام তিনবার বললেন: তোমরাই হলে নৈকট্যশীল বান্দা। (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র সবচেয়ে বেশি নৈকট্য তোমাদেরও অর্জিত হয়েছে)

কলব মে ইয়াদ তেরী বসি হো, যিকরে লব পর তেরা হার ঘড়ি হো।
মাস্তি ও বে খুদি অউর ফানা কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের **আল্লাহ্**র প্রতি ভালবাসায় কিরূপ অবস্থা হতো যে, এরা **আল্লাহ্ তাআলা**র হক এবং বান্দাদের হকের ব্যাপারে কিরূপ নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করতেন, নেকীর প্রতি আগ্রহ এবং গুনাহকে কিরূপ ঘৃণা করতেন, **আল্লাহ্**র ইবাদতের আধিক্য তাদের দূর্বল ও জীর্ণশীর্ণ করে দিতো এবং তাদের শরীরের রং পরিবর্তন করে দিতো।

www.dawateislami.net

আজ আমরা আমাদের অবস্থার প্রতি ভাবি যে, নেকী তো নেই-ই এবং গুনাহের পাল্লা কিরূপ ভারী করে রেখেছি যে اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে অধিকাংশ মানুষ আমল শূণ্যতার শিকার, বান্দার হক আদায়ের নিকটে আছে, না **আল্লাহ্ তাআলা**র হক রক্ষানাবেক্ষানের কোন অনুভূতি, নেকী করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর এবং গুনাহ সম্পাদন করা খুবই সহজ হয়ে গেছে, মসজিদ সমূহ বিরান এবং গুনাহে ভরা বিনোদন কেন্দ্রের পরিপূর্ণতা দ্বীনের প্রতি আগ্রহীদের যেন রক্ত কান্না কাঁদায় এবং যেন কাঁপিয়ে তুলে। টিভি, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া এবং ক্যাবলের মন্দ ব্যবহার কারীদের সংখ্যাও কম নয়, প্রয়োজনাদির পরিপূর্ণতা ও সুবিধা অর্জনের জন্য সীমাতিক্রম চেষ্টা মুসলমানদের অধিকাংশকেই আখিরাতের চিন্তা থেকে একেবারে উদাসিন করে রেখেছে। গালি দেয়া, অপবাদ প্রদান করা, কুধারণা করা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ জানার চেষ্টায় থাকা, মানুষের দোষ বের করা, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফী করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, হত্যা করা, কাউকে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ পরিশোধ না করা, কারো জিনিস কিছুক্ষনের জন্য নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানদের মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস তার অপছন্দ হওয়ার পরও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম করা (যিনা করা), সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা করা এবং তাদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি দেয়া, মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষরা মহিলাদের সামঞ্জস্যতা (নকল) করা, বেপর্দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা, নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্ধেষ রাখা, রাগ আসলে শরীয়াতের সীমাতিক্রম করা, গুনাহের লোভ, পদ লোভী, কৃপনতা, আত্মম্ভীরতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাদের সমাজে খুবই নির্ভিকতার সহিত করা হয় এবং এরপরও আমরা এই ভুল ধারণায় থাকি যে, আমরা **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভাবে ভালবাসি? একটু ভাবুন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভাবে ভালবাসা পোষণকারীর কি কথাবার্তা, তাদের জীবন ধারণের ধরণ এবং তাদের আচরণ এমন হয়?

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরূপ মূর্খদের বুঝাতে এবং নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করতে গিয়ে বলেন:

বে নামাযী রহে কুছ না রোযে রাখে উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
জু কেহ গানে সুনে, ফিল্ম বিনী করেঁ উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
বদ নিগাহীকরেঁ, বদ কালামী করেঁ উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
খায়ে রিযকে হারাম, এ্যয়সি হে বদ লাগাম উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
এহেদ তুড়া করেঁ, ঝুট বোলা করেঁ উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
জু সাতাতে রাহে দিল দুখাতা রাহে উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
চুগলিওঁ তুহমাতোঁ, সে জু মশগুল হোঁ উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।
গালিয়া জু বকেঁ আইব ভি না ঢাকেঁ উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসূল।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আহ! যদি **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি সত্যিকার ভাবে ভালবাসা পোষণকারীদের সদকা আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো এবং আহ! যদি আমরাও সেই মুবারক ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরনকারী হয়ে যেতো, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে সকল নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করতাম। রমযান মাসের ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযাও রাখতাম। সর্বদা সত্য বলতাম, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে যেতাম, মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মীয়দের হক আদায়কারী হয়ে যেতাম, আহ! গুনাহের নিকটে যেন না যেতাম, আমাদের কোন নামায যেন কাযা না হয়। রমযান মাসের কোন রোযা যেন কাযা না হয়। মুখ দিয়ে কখনোই যেন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী এবং গালিগালাজ বের না হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদেরকে সত্যিকারভাবে ভালবাসা ও সহানুভূতি যেন নসীব হয়ে যায়, আহ! যেন গীবত করা থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার জন্য হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা সত্যিকার ভালবাসা অর্জনের জন্য **আল্লাহ্** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরন করেও চলা উচিৎ এবং এরই সাথে **আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

তাআলার ভালবাসা অর্জনে দোয়াও করা উচিৎ, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام খুবই ইবাদত গুজার এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় উৎসর্গীত আর **আল্লাহ্ তাআলা**র মনোনীত নবী হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে **তাঁর** ভালাবাসা প্রার্থনা করতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়া প্রার্থনা করতেন। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَالْعَمَلِ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্**! আমি তোমার কাছ থেকে তোমার, তোমার প্রিয় বান্দাদের ভালবাসা এবং সেই আমলের ভালবাসার প্রার্থনা করছি, যা আমাকে তোমার কাছে পৌঁছাবে, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্**! তোমার ভালবাসা আমার জন্য আমার প্রাণ ও সম্পদ, পরিবার পরিজন এবং ঠান্ডা পানি থেকেও বেশি প্রিয় বানিয়ে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, কিতাবুত দাওয়াত, বাবু জামেয়েদ দোয়া, ১/৪৬৫, হাদীস নং-২৪৯৬)

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!
ইবাতদ মে গুজরে মেরে জীন্দেগানি, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
তু আপনি বিলায়ত কি খয়রাত দেয় দেয়, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তাঁর ভালবাসা প্রার্থনা করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও আপন **রব (আল্লাহ্) তাআলা**র নিকট **তাঁর** ভালবাসার অর্জনের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা, বিশ্বাস করুন! **আল্লাহ্ তাআলা** ভালবাসা সেই মহান নেয়ামত, তা যার নসীব হয়ে যাবে তার ইবাদতের স্বাদ এবং ঈমানের মিষ্টতা নসীব হয়ে যাবে।

ঈমানের মিষ্টতা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আনওয়ার, নবীদের সর্দার, রাসূলদের তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে: ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِیْمَانِ অর্থাৎ যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি অভ্যাস

www.dawateislami.net

থাকবে, তবে সে এর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা পাবে, (১) اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হবে। (২) وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ কাউকে ভালবাসলে তবে তা হবে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য। (৩) وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّوْقَدَ لَهٗ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيْهَا কুফরের প্রতি এতো ঘৃণা থাকবে, যতটুকু উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষেপ করার প্রতি ঘৃণা থাকবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ্, ১/৩৬৪, হাদীস নং-৪০৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! একজন মুসলমানের অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু হতে বেশি হওয়া এবং কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করার মূল কারণ **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া কতই না মহান নেয়ামত যে, তা যার নসীব হয়ে যায় তার ঈমানের সত্যিকার স্বাদ নসীব হয়ে যায় বরং সত্য তো এই যে, যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান কোন ব্যক্তিগত উপকারীতা এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু মাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সাথে মেলামেশার সম্পর্ক রাখে এবং যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তার ঈমানের মিষ্টতা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি এই সৌভাগ্যও নসীব হয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি খুশি হয়, তাকে ভালবাসে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরই খুবই মহান মর্যাদা দান করা হবে। আসুন! এসম্পর্কে একটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হবে যে...!

হযরত সায়্যিদুনা লাহিক বিন হামিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন উব্বাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: এক ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য গেলো, পথিমধ্যে এক অপরিচিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। সে জিজ্ঞাসা করলো: কোথায় যাচ্ছো? উত্তর দিলো: অমুকের সাথে সাক্ষাত করতে। জিজ্ঞাসা করলো: তোমাদের পরস্পরের মাঝে

www.dawateislami.net

কি কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, যা তুমি বজায় রাখতে যাচ্ছো? বললো: না। জিজ্ঞাসা করলো: তোমার প্রতি কি তা কোন অনুগ্রহ আছে, যা তুমি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছো? বললো: না! আমি শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্যই তাকে ভালবাসি। সে বললো: আমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**ই তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন যেন তোমাকে বলি যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্যই মুসলমানকে ভালবাসার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ভালবাসেন। (আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বা'তেঁ, ৩/১৬৪)

গো ইয়া বান্দা নিকাম্মা হে বেকার, উস সে লে ফযল সে রাব্বে গাফফার।
কাম ওহ জিস মে তেরী রেযা হে, ইয়া খোদা তুজ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তাদের পদ ও মর্যাদা দেখে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং শুহাদাগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ঈর্ষা করবেন। লোকেরা আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে বলুন যে, তারা কারা হবেন? ইরশাদ করলেন: তারা হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা একে অপরকে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসার কারণে ভালবাসা পোষণ করে, অথচ তাদের মাঝে না কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক হবে এবং না কোন সম্পদের লেনদেনের ব্যাপার, **আল্লাহ্**র শপথ! এসব লোকদের চেহারায় (কিয়ামতের দিন) নূর হবে এবং নিঃসন্দেহে এই লোকেরা নূরের উপর হবে এবং যখন সব লোক ভীত সন্ত্রস্ত হবে, তখন এই লোকেরা নির্ভয় হবে এবং যখন লোকেরা চিন্তাগ্রস্থ হবে তখন এই লোকদের কোন চিন্তা থাকবে না।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদব, বাবুল হুব্বে ফিল্লাহ্..., ২/২১৯, হাদীস নং-৫০১২)

এমনিভাবে অপর এক বর্ণনায় ইরশাদ হচ্ছে: তারা বিভিন্ন শহর এবং সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কীত হবে, তাঁদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না, তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য পরস্পর ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বর বিছিয়ে তাঁদেরকে এর উপর বসাবেন, তাঁদের

www.dawateislami.net

চেহারা নূরানী এবং কাপড় নূরের হবে, কিয়ামতের দিন লোকেরা আতঙ্কে থাকবে কিন্তু তারা আতঙ্কগ্রস্থ হবে না। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/৪৫০, হাদীস নং-২২৯৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসা পোষণকারী এবং **আল্লাহ্ তাআলা**রই সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা পোষণকারীকে কিরূপ শান ও মহত্ব প্রদান করা হবে যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন নফসী নফসীর অবস্থা হবে, লোকেরা চিন্তাগ্রস্থ হবে তখন সেই সৌভাগ্যবানদের কোন চিন্তা এবং কষ্ট থাকবে না আর তাঁদের খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে সম্ভাষন জানানো হবে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের জন্য নূরের মিম্বর প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সম্মান ও মহত্বের আসনে বসাবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করি এবং তাঁদের সন্তুষ্টিকেই নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মানদন্ড বানাই, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ হলো একটি উত্তম মাধ্যম, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ না শুধু **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার সূধা পান করায় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র বন্ধুদের সাথেই বন্ধুত্ব করার মাদানী মানসিকতা প্রদান করা হয়, এই মাদানী পরিবেশের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্যে মাসলমানদেরকে ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর নিজের সংশোধনের পাশাপাশি দুনিয়ার মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টা করার ব্যকুলতাও সৃষ্টি হয়, সুতরাং আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা আরো বৃদ্ধি করতে, **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে প্রসার করতে, নিজেকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে ও নেকীর পথে আনার জন্য ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হয়ে যান।

"চৌক দরস"

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হলো **"চৌক দরস"**। যার উদ্দেশ্য বিশেষকরে এমন মুসলমানদের মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার

www.dawateislami.net

করা যারা মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত এবং নামায থেকে দূরে থাকে। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের নেকীর আদেশ দেয়া এবং গুনাহ থেকে বারণ করা সদকা স্বরূপ আর তোমাদের রাস্তা থেকে ময়লা আবর্জনা সরিয়ে দেয়া সদকা স্বরূপ এবং তোমাদের নামাযের জন্য চলার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা স্বরূপ। **(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, বাবু ফি আমাতাতুল..., ৩/৪৬৬, নম্বর-৪৫৬১)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যবান ঐ ইসলামী ভাই, যে মাদানী দরসের মাধ্যমে প্রতিদিন চৌক দরস দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগায়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে সদকা দেয়া সাওয়াব পাবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে চৌক দরসের একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করার পাশাপাশি চৌক দরস দেয়া বা এতে অংশগ্রহণ করার নিয়্যতও করে নিই।

মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসীব হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচীর) স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে, আমাদের এলাকার জামে মসজিদের বাইরে ইশার নামাযের পর চৌক দরস হতো, যাতে অনেক ইসলামী ভাই অংশ গ্রহণ করতো, একদিন রোজকার মতো মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই তাশরীফ নিয়ে আসলো, আশেপাশের লোকদের দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো, এক ইসলামী ভাই একটু এগিয়ে গিয়ে নিকটের রিক্সা স্ট্যান্ডে গিয়ে চৌকিদার রাজু ভাইকেও দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "রাজু ভাই" দাওয়াত গ্রহণ করে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরসে অংশগ্রহণ করলো। দরসের পর **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগ আবেগময় দোয়া করার পূর্বে দরস শ্রবনকারীদের পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করালেন এবং দোয়ার মাঝে উপস্থিতদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দোয়াও করলেন, যাতে সবাই উচ্চ আওয়াজে আমীন বললো। দোয়ার শেষে দরস শ্রবনকারীরা উচ্চ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, রাজু ভাই দরূদ শরীফ পাঠ করে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে লাগালেন, উচ্চ আওয়াজে কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পাঠ করলো এবং অসহায়ের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একজন ইসলামী ভাই অগ্রসর হয়ে যখন তাকে উঠাতে গেলেন, তখন দেখা গেলো সে আপন সৃষ্টিকর্তার সাথে

www.dawateislami.net

মিলিত হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তাআলা**র শান দেখুন যে, রাজু ভাইয়ের চৌক দরস এর বরকতে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসীব হয়ে গেলো।

হে তামান্নায়ে আত্তার ইয়া রব! উন কে জলওয়োঁ মে ইয়োঁ মউত আয়ে,
ঝুম কর যব গিরে মেরা লাশা থাম লেঁ বড় কে শাহে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন মুসলমানের তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি যতটুকু ভালবাসা থাকা উচিৎ, ততটুকু পুরো সৃষ্টি জগতে আর কারো জন্য থাকা উচিৎ নয়, এতেই ঈমানের নিদর্শন ও স্বাদ বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে এই বিষয়ের দাবি তো করি যে, আমি আমার **রব তাআলা**কে ভালবাসি, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কর্মকান্ড এর বিপরীত, যেন আমাদের আচার আচরণই আমাদের কথাবার্তাকে সরাসরি অস্বীকার করছে, আমাদের আমলী অবস্থা দ্বারা এমন মনে হয় যে, আমাদের নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতি এতটুকুও ভালবাসা নেই যতটুকু ভালবাসা সৃষ্টির প্রতি রয়েছে, কোন এক জ্ঞানী ঠিকই বলেছেন যে, **"করার মতো কাজ করো, নয়তো না করার মতো কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে"**, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল আমরা না করার মতো কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, করার মতো কাজের দিকে মনোযোগই আর রইলো না, দুনিয়ার চিন্তায় এতোই লিপ্ত যে, আখিরাতের চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, সম্পদের চিন্তায় এতোই আবদ্ধ হয়ে গেছি যে, কিয়ামতের দিনে নেয়া হিসাব থেকে একেবারেই উদাসিন হয়ে গেছি, সৃষ্টির ভালবাসায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেছি যে, সৃষ্টিকর্তার স্মরনই অন্তর থেকে ভূলে আছি, গুনাহের ভালবাসায় পড়ে তাওবা করা থেকেও বঞ্চিত এবং আলিশান অট্টালিকা নির্মানের ভাবনা মাথায় চেপে বসায় স্থায়ী ঘর অর্থাৎ কবরকে সাজানোর প্রতি মনোযোগই আর রইলো না, একটু ভাবুন তো! আমাদের কি কাজ করার ছিলো আর আমরা কোন কাজে পড়ে আছি, চিন্তা করুন! এটা সেই যুগ তো নয়, যার সংবাদ দিয়ে **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত শত বছর পূর্বেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

পাঁচটির আকাংখা পাঁচটি থেকে উদাসীন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী-মাদানী, আরবী-হাশেমী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا আমার উম্মতের উপর ঐ যুগ অতি শীঘ্রই আসবে যে, পাঁচটির প্রতি ভালাবাসা রাখবে এবং পাঁচটিকে ভুলে যাবে (১) يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَ يَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং আখিরাতকে ভূলে যাবে, (২) وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَ يَنْسَوْنَ الْحِسَابَ সম্পদকে ভালবাসবে এবং (আখিরাতের) হিসাবকে ভূলে যাবে, (৩) وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ সৃষ্টিকে ভালবাসবে এবং স্রষ্টাকে ভূলে যাবে, (৪) وَيُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ গুনাহকে ভালবাসবে এবং তাওবা করাকে ভূলে যাবে, (৫) وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ প্রাসাদকে ভালবাসবে এবং কবরস্থানকে ভূলে যাবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল আশির ফিল ইশ্ক, ৩৪ পৃষ্ঠা)

জাহাঁ মে হে ইবরাত কে হার সু নুমুনে
কাভি গউর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
মিলে খাক মে আহলে শাঁ কেয়সে কেয়স
হুয়ে নামুর বে নিশাঁ কেয়সে কেয়সে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
আজল নে না কিসরা হে ছোড়া না দারা
হার এক লেকে কিয়া কিয়া না হাসরত সুধারা
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
এহি তুঝ কো ধুন হে রাহোঁ সব সে বালা
জিয়া করতা হে কিয়া ইয়ুঁহি মরনে ওয়ালা
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
ওহ হে এ্যশ ও ইশরাত কা কোয়ী মহল ভি
ব্যস আব আপনে ইস জাহাল সে তো নিকাল ভি
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
জব ইস বযম সে উঠ গেয়ী দোস্ত আকসর
ইয়ে হার ওয়াক্ত পেশে নযর জব হে মনযর
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,

মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রং ও বু নে
জু আবাদ থে ওহ মহল আব হে সু'নে
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
মাকিঁ হো গেয়ী লা মাকাঁ কেয়সে কেয়সে
জমি খা গেয়ী নওজোয়াঁ কেয়সে কেয়সে
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
ইসি সে সিকান্দার সা ফাতিহ ভি হারা
পড়া রেহ গিয়া সব ইয়ুঁহি ঠাট সারা
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
হো যিনাত নিরালি হো ফ্যাশন নিরালা
তুঝে হুসনে জাহির নে ধোকে মে ঢালা
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
জাহাঁ তা'ক মে হার গড়ি হো আজল ভি
ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
অউর ইঠে চলে জা রাহে হে বরাবর
ইহাঁ পর তেরা দিল বেহলাতা হে কিউঁ কর
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার ৭টি নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা বৃদ্ধি করতে কোরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীর আলোকে **"আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা"র ৮টি নিদর্শন শ্রবণ করি:

(১) কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা এবং এর অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করা, বুঝে নিন এটা **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসার নিদর্শন। **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাগণ যখন **তাঁর** বাণী শুনতেন এবং তাতে চিন্তা ভাবনা করতেন তখন তাঁদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে যেতো। যেমনটি **আল্লাহ্ তাআলার** বাণী হচ্ছে:

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ
تَرٰۤى اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তারা যখন শুনে সেটা, যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চোখগুলো দেখো অশ্রুতে ভরে উঠছে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।

মুকাশাফাতুল কুলুবে বর্ণিতরয়েছে: ভালবাসার সত্যতা তিনটি বিষয় দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

(১) ভালবাসা পেষণকারী, মাহবুবের কথাকে সবচেয়ে ভাল মনে করে। **(২)** তার জন্য মাহবুবের আসরই সবচেয়ে উত্তম আসর হয়ে থাকে। **(৩)** তার নিকট মাহবুবের সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল আশির ফিল ইশ্ক, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা সাহল তুসতরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে ভালবাসার নিদর্শন হলো; সে ব্যক্তি কোরআনে পাককে ভালবাসবে। **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা এবং **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন হলো কোরআনে করীমের ভালবাসা এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বত রাখা।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল হাদী আশর ফি তা'আত্তিল্লাহ্ ওয়া মুহাব্বাতি রাসূল, ৩৭ পৃষ্ঠা)

(২) ফরয আদায়ের পাশাপাশি নফলেরও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এটা তো সেই কাজ যা ভালবাসা পোষণকারীদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দা বানিয়ে দেয়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীদের সর্দার, দু'জাহানের তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন ওলীকে কষ্ট দিলো আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা করলাম এবং বান্দা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি ফরযের মাধ্যমে অর্জন করে এবং নফলের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নৈকট্য অর্জন করে এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াযেয়ে, ৪/২৪৮, হাদীস নং-৬৫০২)

মে পড়তা রাহোঁ সুন্নাতেঁ, ওয়াক্ত হি পর, হো সারি নওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩) আল্লাহ্ তাআলার যিকিরে ব্যস্ত থাকাও **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসার নিদর্শন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা অর্জনের উপায়ও বটে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪১, ৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ্**কে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা করো।

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: مَنْ اَحَبَّ شَیْئًا اَکْثَرَ ذِکْرَہٗ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে, অধিকাংশ তারই আলোচনা করে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, ১/২১৭, হাদীস নং-১৮২৫, প্রথম অংশ)** হযরত আবুল হাসান রাঞ্জানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: ইবাদতের ভিত্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত, তাহলো চোখ, অন্তর এবং মুখ। চোখ শিক্ষার জন্য, অন্তর চিন্তা ভাবনা করা জন্য আর মুখ সততার কেন্দ্র এবং যিকির ও তাসবীহের জন্য। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল হাদী আশর ফি তা'আত্তিল্লাহ্ ওয়া মুহাব্বাতি রাসূল, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা সিররী সাকতি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ একবার হযরত শায়খ জুরজানি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট পেষণকৃত ছাত্তু (এক প্রকার আটা) দেখে তাকে বলেন: ছাত্তু ছাড়া আর কিছু কেন খান না? তিনি বললেন: আমি খাবার খাওয়া এবং ছাত্তু খাওয়ার মাঝে সত্তরবার তাসবীহ পাঠের পার্থক্য পেলাম (অর্থাৎ যতটুকু সময় খাবার খেতে

www.dawateislami.net

লাগে, ততটুকু সময় সত্তরবার তাসবীহ পাঠ করে নিই)। এ কারণেই চল্লিশ বছর ধরে আমি শুধু মাত্র ছাত্তু খাচ্ছি যেন তাসবীহ এর সময় নষ্ট না হয়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল হাদী আশর ফি তা'আল্লিহ্ ওয়া মুহাব্বাতি রাসূল, ৩৭ পৃষ্ঠা)

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) নফসের চাহিদার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে নিজের পছন্দকে উৎসর্গ করে দেয়া।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র দাসত্ব হচ্ছে তিনটি জিনিসের নাম। শরীয়াতের বিধানাবলীর অনুসরন করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে নির্ধারিত নিয়তী এবং বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আর **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে নিজের নফসের বাসনাকে ত্যাগ করে দেয়া। (বেটে কো নসীহত, ৩৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা সিররী সাক্তী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চল্লিশ বছর ধরে আমার নফসের মধূ খাওয়ার বাসনা রয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তার এই বাসনা পূর্ণ করিনি। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

হিরসে দুনিয়া নিকাল দেয় দিল সে ব্যস রাহোঁ তালিবে রযা ইয়া রব!

(৫) নিজের অন্তরকে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পৃথক করে পরিপূর্ণ ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** সামনে নত থাকা।

বর্ণিত আছে, **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে ঈসা! আমি দেখছি যে, যখন কোন বান্দার অন্তর দুনিয়া ও আখিরাতের ভালবাসা থেকে পবিত্র হয়ে যায় তখন তাকে আমার ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিই।

(৬) এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকা যা **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য অর্জনে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভালবাসা পোষণকারীর নিদর্শন এটাও যে, ঐ সকল বিষয় ছেড়ে দেবে যা **আল্লাহ্ তাআলা**র স্মরন থেকে উদাসীন করে দেয় এবং নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত রাখা উচিত। (আয যুহ্দুল কবীর, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৭) **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি সত্যিকার ভালবাসা পোষণকারী নেক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলা এবং তাদের সঙ্গ অবলম্বন করা।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সর্বদা এমন সঙ্গ অবলম্বন করা উচিৎ, যাতে ইবাদতের আগ্রহ এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমন হোক, যাকে দেখে **আল্লাহ্ তাআলা**র স্মরন আসে, তার কথায় নেকীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, দুনিয়ার ভালবাসা হ্রাস এবং আখিরাতের ভালবাসায় বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমন হোক, যেন তার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় বৃদ্ধি পায়। অভদ্র আচরণকারী, ফ্যাশন পুজারী এবং বেনামাযীর সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করতে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি পেতে, অন্তরে খোদাভীতি জাগাতে, ঈমান হিফাযতের ব্যকুলতা বাড়াতে, নিজেকে কবরের আযাবের প্রতি ভীত সন্ত্রস্থ করতে, গুনাহের অভ্যাস মিটাতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানাতে, অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদিপ জ্বালাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে উত্তম পরিবেশ এবং নেক লোকের সঙ্গ খুবই প্রয়োজন। কেননা, আজ সমাজের বর্ণনাতীত অবস্থায় গুনাহের ভয়াবহ বন্যার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরই মাঝে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুযাকারা মজলিশ

আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসার সূধা পান করাতে এবং ইশ্‌কে **রাসূল** দ্বারা অন্তরকে পরিপূর্ণ করার পাশাপাশি দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৩টিরও বেশি

www.dawateislami.net

বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূল মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়াত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশ্‌কে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাস দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাসিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং অডিও (**Audio**) ভিডিও (**Video**) সিডি (**CDs**) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত মাদানী মুযাকারা মজলিশ অসংখ্য অডিও ক্যাসেট এবং ভিডিও সিডি (**VCDs**) আর লিখিত মাদানী মুযাকারা উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং আরো করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ,　　নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমেই **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: ❀ "যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৭৬) ❀ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪) ❀ দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত, ❀ বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, ❀ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুক) ❀ দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে, (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৪৫৪) ❀ পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, ❀ যতবারই সাক্ষাৎ হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, ❀ উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। ❀ অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায় এটা সুন্নাত নয়, ❀ হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ, ❀ হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বন কারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত) ❀ যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং

www.dawateislami.net

যদি দেখার ফলে কামভাব আসে তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

❀ মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না থাকে, উভয়ের হাতের তালু যেন খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো　পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে　হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, -৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net